International Journal of Applied Research 2018; 4(7): 265-270

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(7): 265-270
www.allresearchjournal.com
Received: 11-05-2018
Accepted: 14-06-2018

মানস কুমার ঘোষ
গবেষক, বিশ্বভারতী

Correspondence
মানস কুমার ঘোষ
গবেষক, বিশ্বভারতী

মেঘদূতে কবিপ্রয়োগ সমর্থনে মল্লিনাথ - এক অধ্যয়ন

মানস কুমার ঘোষ

সারসংক্ষেপ

ভাষা হল বহতা নদীর মতো, লোকব্যবহারের অভিজ্ঞতায় কালক্রমে সমৃদ্ধ হয় তার স্রোত । এই ভাষার সাধুত্ব প্রতিপাদন করে ব্যাকরণ । কিন্তু ব্যাকরণের সুচিহ্নিত খাত বরাবর ভাষা সব সময় চলবে এমনটা নাও হতে পারে। আর্ষপ্রয়োগ, মহাকবিপ্রয়োগের বিশাল তালিকা বলে দেবে সর্বথা নিরঙ্কুশ না হলেও কবির স্বাধীন বাক্ ব্যবহার ব্যাকরণের সীমায় গণ্ডি বদ্ধ থাকে না । মল্লিনাথ প্রমুখের টীকা টীপ্পনীতে এসব প্রয়োগবিশেষের বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে । ক্বচিৎ অপপ্রয়োগ বলা হলেও প্রায় সর্বত্র কবিপ্রয়োগগুলিকে যুক্তিসিদ্ধ প্রমান করা হয়েছে । বর্তমান শোধপত্রে মেঘদূতে প্রতিফলিত কবিপ্রয়োগ সমর্থনে ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথের ভূমিকা কী, তা আলোচিত হয়েছে ।

কূটশব্দ: কবিপ্রয়োগ, সূত্র, শব্দ, মল্লিনাথ, মেঘদূত ইত্যাদি ।

ভূমিকা

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্ ।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে ।।[১]

আলোর অভাবে সমগ্র জগৎ যেমন অন্ধকারে আবৃত হয়ে যেত, তেমনি শব্দের অভাবেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত হয়ে থাকত । তাই আচার্য দণ্ডী শব্দকে জ্যোতি বলেছেন। শব্দ আবার আলোরও জ্ঞানের কারন তাই শব্দকে শুধু জ্যোতি নয়, জ্যোতিরও জ্যোতি বলা হয় । শব্দ পুষ্পে গাঁথা হয় কাব্যমালিকা । এই শব্দের কিন্তু সর্বদা সাধুত্ব অপেক্ষিত । শ্রুতিতে বলা হয়েছে –'একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি' ।[২] ফলত প্রশ্ন জাগে সাধু শব্দ কোনটি আর অপশব্দই বা কোনটি । এর উত্তরে বক্তব্য যে – প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগের মাধ্যমে ব্যুৎপন্ন শব্দ হল সাধুশব্দ । আর এর বিপরীত হল অপশব্দ । শাস্ত্রসমালোচকরা বলেছেন যে মহাকবি মাঘ শত অপশব্দের, ভারবি তিনশত ও কালিদাস সংখ্যাতীত অপশব্দের প্রয়োগ করেছেন । তবে ঐ সব প্রথিতযশা কবিদের লেখনীতে যে সব শব্দ ছন্দোবদ্ধ হয়েছে তা কখনও তাঁদের অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, তাঁরা জেনেশুনেই এভাবে ব্যবহার করেছেন । তাই অপশব্দরূপে ভাষিত শব্দগুলিকে মল্লিনাথ প্রমুখ ব্যাখ্যাকারেরা অপশব্দ বলতে নারাজ বরং তাঁরা সেগুলিকে সাধুশব্দরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈয়াকরণ শরণদেব কবিপ্রয়োগের একটি সংকলনগ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তৎকালীনযুগে যেসব প্রয়োগ অপপ্রয়োগরূপে স্থিরীকৃত হত তাদের সাধুত্ব প্রতিপাদন করে তিনি সেই সব কবিদের অপযশ অপনোদন করেন। তাঁর এই গ্রন্থ দুর্ঘটবৃত্তিরূপে পরিচিত ।

কবিপ্রয়োগের এই সাধুত্ব প্রদর্শনের উদ্যোগটি যে পরবর্তীকালে অন্যদের পথপ্রদর্শক হয়েছে , মল্লিনাথের টীকাগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। মল্লিনাথ হয়ত বা শরণদেবের ব্যাখ্যার ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যার পদ্ধতি বা সাধুত্ব নির্ণয়ের যুক্তি যে এক নতুন দিগন্তের দিশারী তা তাঁর আলোচনাতেই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি হল মেঘদূত। কবির রচনা কৌশলের যাদুস্পর্শে পাঠক কাব্য পাঠকালে কাব্যটি পাঠ করছে না চাক্ষুষ দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করছে, তা তাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু অপশব্দ রূপে ভাষিত কতিপয় কবিপ্রয়োগ, যা কাব্যটিকে পাঠকের কাছে কীটানুবিদ্ধ মালায় পরিণত করেছিল, ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ তাঁর মনস্বিতার অপার দৃষ্টান্ত রেখে নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সাধুত্ব প্রতিপাদন করে সেগুলির রসমাধুর্যকে সহৃদয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মেঘদূত খণ্ডকাব্যে মল্লিনাথের সঞ্জীবনী টীকায় মহাকবি কালিদাসের ভাবরাজ্যের যেমন পরিচয় আছে তেমনি ভাবের বাহন ভাষা ও তার অনুশাসনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও স্থান পেয়েছে। তাই কবি আত্মার স্বরূপ উন্মোচনে তথা অপশব্দরূপে প্রতিভাষিত কবিপ্রয়োগের অপযশ অপনোদনে তাঁর ভূমিকা বিস্ময়সৃষ্টি করে।

''তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।'' (উ.মে. ১৪)

ধনপতিগৃহান্

এখানে 'ধনপতিগৃহাৎ'[৩] শব্দে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আছে। কিন্তু 'এনপা দ্বিতীয়া'[৪] এই সূত্রানুযায়ী এনপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। তাই উত্তরেণ পদটিকে যদি এনপ্ প্রত্যয়ান্ত মনে করা হয়, তাহলে এনপ্ প্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকায় 'ধনপতিগৃহ' শব্দে ''এনপা দ্বিতীয়া'' সূত্রানুযায়ী দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তিরই বিহিত হওয়ার কথা। ফলত স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, ধনপতিগৃহাৎ পদে কেন পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে ? কেনই বা 'এনপা দ্বিতীয়া' সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়নি ? এর সমাধানে মল্লিনাথ তাঁর সঞ্জীবনী টীকায় বলেছেন যে – উত্তরেণ পদটি এখানে এনবন্ত নয়। এটি তৃতীয়ান্ত 'তোরণেন' এই পদের বিশেষণ হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

এবিষয়ে দুর্ঘটবৃত্তিকার শরণদেবের যুক্তিও প্রায় অনুরূপ। তিনি উত্তরেণ পদটিকে বিভক্তি প্রতিরূপক নিপাত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই তাঁর মতেও পদটি এনপ্ প্রত্যয়ান্ত না হওয়ায় সেই শব্দের যোগে তোরণেন পদে 'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' (১৪৬৬) এই বার্তিকানুসারে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।[৬] এবিষয়ে তিনি অন্য কোনো বৈয়াকরণের সমাধান প্রসঙ্গেই বলেছেন – 'একমুনিপক্ষে উত্তরেণ পথা গন্ত্বেত্যর্থঃ। এবং চ করণে তৃতীয়া।' অর্থাৎ এই মতে পথ শব্দের অধ্যাহার পূর্বক অর্থ করা হয়েছে যে, উত্তরের পথ দিয়ে গিয়ে। এখানে 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' (২.৩.১৮) সূত্রানুযায়ী পথ শব্দে ও তার বিশেষণ উত্তরেণ শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, 'ধনপতিগৃহাৎ' শব্দে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ যে যথাযথ সে বিষয়ে মল্লিনাথের যুক্তি যথার্থ।

'মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি।' (উ.মে.৩৪)

শ্রীতুলাম্

'শ্রিয়া তুলাম্' ইতি বিগ্রহে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে 'শ্রীতুলাম্' পদটি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, তুলা শব্দের যোগে শ্রিয়া পদে তৃতীয়া বিভক্তি কীভাবে সম্ভব ? কারণ ''তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্''[৭] এই সূত্রানুসারে তুল্যার্থবাচক শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু তুলা ও উপমা শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি বাধিত হয়। ফলে উক্ত পদটির যথার্থতা বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার ধারায় উক্ত সংশয়ের সমাধান করেছেন। এবিষয়ে তাঁর যুক্তি হল যে, ''তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্'' -এই সূত্রে সদৃশপর্যায়ভুক্ত তুলা শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু 'শ্রিয়া তুলাম্' পদে যে তুলা শব্দের ব্যবহার মহাকবি কালিদাস করেছেন , সেটি সাদৃশ্য পর্যায় বাচক হওয়ায় তার যোগে শ্রিয়া পদে তৃতীয়া বিভক্তি হতে কোনো বাধা নেই।[৮] অতএব প্রয়োগটি যথার্থ বলা যায়।

তামায়ুষ্মন্ মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং (উ.মে.৪০)

আত্মনঃ

সাধারণতঃ 'আত্মনং উপকর্তুং' এই প্রকার দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্তরূপ দৃষ্ট হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথের অভিমত হল যে, সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষার দ্বারা 'ষষ্ঠী শেষে'(২.৩.৫০) সূত্রানুসারে 'আত্মনঃ' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। এবিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উদাহরণস্বরূপ তিনি মহাকবিদের আরও প্রয়োগ উপস্থাপন করেছেন। যেমন ভারবির প্রয়োগে দেখা

যায় – 'সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যথা পরেষাম্', শ্রীহর্ষের রচনায় দেখা যায়–'সাধূনামুপকর্তুং' ইত্যাদি । এইভাবে যেখানে নাথের মতে দ্বিতীয়া বিভক্তিই কেবল সমুচিত, মল্লিনাথ সেখানে তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেন এবং উক্ত যুক্তির মাধ্যমে প্রয়োগটিকে সমর্থন করেন । এখানে উল্লেখ্য যে , নাথ শব্দের দ্বারা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকার দক্ষিণাবর্তনাথকে মল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন ।[৯]

শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা । (পূ.মে.৩৭)

দৃষ্টভক্তি

শ্লোকাংশস্থ 'দৃষ্টভক্তি' পদটির 'দৃষ্টা ভক্তিঃ যস্য সঃ' এরূপ বিগ্রহ করার পর দৃষ্টা শব্দের ''স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কাদনূঙসমানাধিকরণে স্ত্রিয়াম্ অপূরণীপ্রিয়াদিষু''[১০] এই সূত্রানুসারে পুংবদ্ভাব হয় না । কারণ ভক্তি শব্দের প্রিয়াদি গণে পাঠ আছে এবং প্রিয়াদি পরে থাকলে পুংবদ্ভাব নিষেধ হয়ে য়ায় । অতএব দৃষ্টাভক্তিঃ এরূপ প্রয়োগই হওয়া উচিত । কিন্তু এখানে দৃষ্টভক্তিঃ এরূপ প্রয়োগ আছে, এছাড়া কালিদাসের অন্যান্য রচনাতেও[১১] দৃঢ়ভক্তিঃ এরূপ পূর্বপদের পুংবদ্ভাব দৃষ্ট হয় । ফলে পদটির সাধুত্ব বিষয়ে সংশয় জন্মায় । এই সমস্যার সমাধানে মল্লিনাথ বলেছেন যে, গণব্যাখ্যানে দৃঢ় শব্দের নপুংসক লিঙ্গরূপে ব্যবহার দেখা যায় । ফলে 'দৃঢ়ং ভক্তিরস্য' এভাবে পূর্বপদের নপুংসকলিঙ্গ হলে সমাস করার পর দৃঢ়ভক্তিঃ প্রয়োগটি সিদ্ধ হয় । অনুরূপভাবে আলোচ্য দৃষ্টভক্তিঃ প্রয়োগটিও সিদ্ধ ।[১২]

এবিষয়ে বৃত্তিকার বলেছেন যে, দৃঢ়ভক্তি শব্দ থেকে যেখানে চিরকালিক নিবৃত্তিরূপ অর্থ অভিপ্রেত হয় , সেখানে পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ এ নিয়ে কোন ব্যবধান নেই । স্ত্রীত্ব অবিবক্ষিত, অতএব দৃঢ়ভক্তি শব্দে প্রযুক্ত দৃঢ় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ না হলে এই প্রয়োগের সিদ্ধিতে কোনো বাধা নেই । ন্যাসকারও এই মত সমর্থন করেন ।[১৩] শরণদেবের অভিমত এই উদাহরণ প্রসঙ্গে বৃত্তিকারের অনুরূপ । তাঁর যুক্তি হল – 'অস্ত্রীপূর্বপদস্য বিবক্ষিতত্বাদিতি বৃত্তিঃ দৃঢ়ং ভক্তিরস্যেতি বাচ্যং পদসংস্কারেণ ।' আবার ভোজরাজের মত উল্লেখ করে মল্লিনাথ বলেছেন যে, প্রিয়াদি গণে 'ভজ্যতে ইতি ভক্তিঃ' এইপ্রকার কর্মসাধন ভক্তিশব্দেরই পাঠ আছে, 'ভজনং ভক্তি' এই প্রকার ভাবসাধন ভক্তিশব্দের নয় । অতএব 'ভবানীভক্তিঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে পুংবদ্ভাবের প্রতিষেধ হয় । কিন্তু এখানে ভক্তিশব্দ ভাবসাধনবাচী , সুতরাং 'অপ্রিয়াদিষু' - এই সূত্রাংশের দ্বারা পুংবদ্ভাবের নিষেধ হয় না । সুতরাং দৃঢ়ভক্তিঃ শব্দটির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত ।[১৪]

সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ।[১৫]

কতিপয়দিনস্থায়িহংসা[১৬]

'কতিপয়ানি দিনানি' ইতি বিগ্রহে 'পোটা-যুবতি-স্তোক-কতিপয়-গৃষ্টি-ধেনু-বশা-বেহদ্বষ্কয়ণী-প্রবক্তৃ-শ্রোত্রিয়া-ধ্যাপক-ধূর্তৈর্জাতিঃ'(২.১.৬৫) সূত্রানুসারে কর্মধারয় সমাসে 'কতিপয়দিনানি' রূপটি পাওয়া যায় । এই সূত্রানুসারে জাতিবাচক বিশেষ্যের সহিত পোটা, যুবতি, কতিপয় ইত্যাদি বিশেষণের কর্মধারয় সমাসের কথা বলা হয়েছে । এখানে বিশেষ্য পদ প্রথমানির্দিষ্ট হওয়ায় 'প্রথমানির্দিষ্টং সমাস উপসর্জনম্'(১.২.৪৩) এই সূত্রানুসারে তার উপসর্জন সংজ্ঞা হেতু 'উপর্জনম্ পূর্বম্'(২.২.৩০)সূত্রানুসারে পূর্ব নিপাত হয় । ফলত পোটা, কতিপয়াদি বিশেষণগুলির পরনিপাত হওয়ার কথা । যদি তাই হয় তাহলে 'দিনকতিপয়ানি' এরূপ হওয়া উচিত কিন্তু মেঘদূতের এই প্রয়োগে দেখা যাচ্ছে যে 'কতিপয়' শব্দের পূর্বনিপাত হয়েছে । ফলত প্রয়োগটির যথার্থতা বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয় । ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ এই সংশয়ের সমাধান কল্পে বলেছেন যে, সমাসবিধি যেহেতু অনিত্য, সেকারণে প্রসিদ্ধ প্রয়োগসমূহে এসব অনিয়ম সমর্থনীয়। এভাবে মল্লিনাথ প্রয়োগটিকে যথার্থ বলে প্রতিপাদন করেছেন ।[১৭]

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে...[১৮]

ভুবনবিদিতে

এখানে মল্লিনাথ 'বিদিতে' এই প্রয়োগের বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন –'নিষ্ঠা'[১৯] এই সূত্রানুসারে ভূতকালার্থে ক্ত প্রত্যয় হয় । সুতরাং ভূবনেষু বিদিতঃ ভূবনবিদিতঃ তস্মিন্ ভুবনবিদিতে এইভাবে সপ্তমী সমাস যুক্তরূপ বুঝতে হয় । কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে 'মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ'[২০]সূত্রানুসারে বর্তমানকালার্থে ক্ত প্রত্যয় মানলে ''ক্তস্য চ বর্তমানে''[২১] এই সূত্রবলে ভুবন শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি করে ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিদিত শব্দের ভুবনানাং এই প্রকার ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে সমাস করে কবি প্রযুক্ত প্রয়োগ কেন সিদ্ধ করা যায় না ? এর উত্তরে মল্লিনাথ বলেন যে, এভাবে প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয় না । কারণ ''ক্তেন চ পূজায়াম্''[২২] এই সূত্র ''মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যো'' এই

সূত্র দ্বারা বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী সমাসের নিষেধ করে ।[২৩]

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতোঃ ...[২৪]

বিশ্রাম

'বিশ্রাম' শব্দের প্রয়োগ সমর্থনে মল্লিনাথ বলেছেন – 'নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ'[২৫] এই সূত্রানুযায়ী উপদেশে উদাত্তস্বরবিশিষ্ট মকারান্ত অঙ্গের চিণ্ এবং ক্ত্বিৎ অথবা ণিৎ কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকলে উপধার বৃদ্ধি হয় না, আ পূর্বক চম্ ধাতু ভিন্ন । এই নিয়মে বি-শ্রম্+ঘঞ্ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ্রম্ উদাত্তোপদেশ মান্ত হওয়ায় এবং ক্ত্বিৎ প্রত্যয় পরে থাকায় 'বিশ্রাম' শব্দে উপধার বৃদ্ধি প্রতিষেধ হওয়ায় কালিদাস কিভাবে বিশ্রাম শব্দের ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে সংশয় হওয়ায় মল্লিনাথ চান্দ্রব্যাকরণের "বিশ্রামো বা"[২৬] এই সূত্রের সাহায্যে প্রয়োগটি সিদ্ধ করেন । কারণ এই সূত্রানুসারে বৃদ্ধি বিকল্পে হয় তার বিধান দেওয়া হয়েছে ।[২৭] এবিষয়ে 'প্রদীপ' টীকাতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে ।[২৮] সুতরাং প্রয়োগটি যথাযথ। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, অনেকেই বলেছেন 'বিশ্রাম' শব্দটি পাণিনীয় নয় । যেমন ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন- 'বিশ্রাম ইতি ত্বপাণিমীয়ম্' । বল্লভদেব বলেছেন 'বিশ্রামশব্দঃ কবীনাং প্রমাদজঃ'। এই কারণে অনেকে 'বিশ্রাম' শব্দের পরিবর্তে 'বিশ্রান্তি' পাঠ গ্রহণ করেছেন (দ্রঃ সংসারচন্দ , উন্নি প্রমুখ সম্পাদিত 'মেঘদূত')। যদিও মল্লিনাথ তাঁর অসাধারণ ব্যাকরণ প্রতিভাবলে শব্দটিকে পাণিনি সম্মত করার প্রচেষ্টা করেছেন , তবে এসব চেষ্টা না করলেও চলে । কারণ 'বিশ্রাম' শব্দটি রূঢ় ; মহাকবি থেকে শুরু করে সকলেই এই ব্যবহার করেছেন । যথা – 'তুঃ বিশ্রামং লভতাম্'(অভিজ্ঞান শকুন্তল,২য় অঙ্ক), 'বিশ্রামো হৃদয়স্য' (উত্তররামচরিত,১ম অঙ্ক)। সুতরাং এঁদের প্রয়োগকে অপ্রামাণ্য বলার ধৃষ্টতা (তুঃ 'প্রমাদজঃ') না করাই ভালো ।[২৯]

উপসংহার (Conclusion):

ভাষা হল বহতা নদীর মত । লোক ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় কালক্রমে সমৃদ্ধ হয় তার স্রোত । আর ব্যাকরণ সেই ভাষার সাধুত্ব প্রতিপাদন করে । কিন্তু ব্যাকরণের সুচিহ্নিত নিয়মানুসারে ভাষা যে সব সময় চলবে এমনটা নাও হতে পারে , আর্ষ প্রয়োগ, মহাকবিপ্রয়োগ তার প্রমাণ । ভাষার এই যে গতি বা স্রোত সেই গতিকে অব্যাহত রেখেই যেখানে পাণিনিসূত্র বা বার্তিকাদির দ্বারা প্রসিদ্ধ কবিপ্রয়োগের সমর্থন করা যায় না সেখানেও মল্লিনাথ নিজ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় কখনও সূত্র বা বার্তিকের প্রসিদ্ধ অর্থকে পরিত্যাগ করে, সেই অর্থে নূতন মাত্রা সংযোজন করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ব্যাকরণ সম্মত ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন ,কখনও বা শ্লোকের পদসমূহের অন্বয়ে পরিবর্তন এনে শব্দের ব্যাকরণগত সাধুত্ব রক্ষা করেছেন, আবার কখনও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে শব্দের সাধুত্ব নির্ণয়ে শ্লোকের অর্থের ক্ষেত্রেও প্রচলিত অর্থ বর্জনপূর্বক অন্তর্নিহিত অর্থের উৎঘাটন করে ভাষা ও প্রয়োগ - এই দুয়ের মধ্যে এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে উক্ত প্রয়োগগুলিকে সমর্থন করেছেন । তাঁর এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যে অমূলক নয় তা বলা বাহুল্য – "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে"[৩০] – এই প্রতিজ্ঞাবাক্যই তার প্রমাণ । সুতরাং বলা যায় যে লবণ বিনা স্বাদিষ্ট ব্যঞ্জন যেমন তার নিজের বৈশিষ্ট্যকে সমাদৃত করতে পারে না তদ্রূপ মেঘদূতে অপশব্দরূপে ভাষিত কবিপ্রয়োগুলির সমর্থনে মল্লিনাথের ভূমিকাও ব্যঞ্জনে লবণের মতই ।

Reference

১.কাব্যাদর্শ ১/৪

২.মহাভাষ্যে 'একঃ পূর্বপরয়োঃ' সূত্রে উল্লিখিত ।

৩. অধিকাংশ বই এ 'ধনপতিগৃহান্' এরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত রূপে পদটির প্রয়োগ আছে । যথা-ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মেঘদূত ও সৌদামনী' । কিন্তু মল্লিনাথ তাঁর সঞ্জীবনী টীকায় পদটিকে 'ধনপতিগৃহাৎ' এরূপ পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন । এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি যে তিনি যে পুস্তকটি গ্রহণ করেছিলেন সেখানে পদটি পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত ছিল ।

৪.পা.২.৩.৩১

৫.ধনপতিগৃহাৎ ইতিপাঠে 'উত্তরেণ' ইতি নৈনপ্ প্রত্যয়ান্তং কিং তু 'তোরণেন' ইত্যস্য বিশেষণং তৃতীয়ান্তম্ । ধনপতিগৃহাদুত্তরস্যাং দিশি যত্তোরণং বহির্দ্বারং তেন লক্ষিতমিত্যর্থঃ । (উত্তরমেঘ.১৪,সঞ্জীবনী টীকা)।

৬.উত্তরেনেতি বিভক্তি প্রতিরূপকো নিপাত । 'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' ইতি তৃতীয়া ।

৮.পা.২.৩.৭২

৮.মীনচলনাৎ চলস্য কুবলয়স্য শ্রিয়া শোভয়া তুলাং সাদৃশ্যম্ । 'তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্' ইত্যত্র সদৃশপর্যায়স্য তুলাশব্দস্য প্রতিষেধাদত্র চ সাদৃশ্যবাচিত্বাৎ তৎযোগেঽপি তৃতীয়া।(উত্তরমেঘ.৩৪ সঞ্জীবনী টীকা)।

৯. আত্মনঃ স্বস্য উপকর্তুঞ্চ পরোপকারেণ আত্মনং কৃতার্থয়িতুম্ ইত্যর্থঃ । উপকারক্রিয়াং প্রতি কর্মত্বেঽপি তস্যোপকরোতি ইত্যাদিবৎ সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায়ামাত্মনঃ ইতি ষষ্ঠী ন বিরুধ্যতে । যথাহ ভারবিঃ- 'সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যথা পরেষাম্' ইতি, শ্রীহর্ষশ্চ 'সাধূনামুপকর্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুং বিহায়সা গন্তুম্ । ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্' ইতি ।(সঞ্জীবনী টীকা) ।

১০.পা.৬.৩.৩৪

১১.বিকসিভক্তিভিঃ-শিশুপালবধ১৩/২৪, দৃঢ়ভক্তিরিতি-রঘুবংশ ১২/১৯,

১২.অতো দৃঢ়ং ভক্তিরস্যেতি নপুংসকপূর্বপদো বহুব্রীহিরিতি গণব্যাখ্যানে দৃঢ়ভক্তিরিত্যেবমাদিষু পূর্বপদস্য নপুংসকস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সিদ্ধমিতি সমাধেয়ম্।(রঘুবংশ-১২/১৯,সঞ্জীবিনী টীকা)

১৩.বৃত্তিকারশ্চ দীর্ঘনিবৃত্তিমাত্রপরো দৃঢ়ভক্তিশব্দো লিঙ্গবিশেষস্যানুপকারত্বাৎ স্ত্রীত্বমবিবক্ষিতমেব, তস্মাদস্ত্রীলিঙ্গত্বাৎ দৃঢ়ভক্তিশব্দস্যায়ং প্রয়োগঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ, ন্যাসকারোঽপ্যেবম্।(ঐ)

১৪.ভোজরাজস্তু কর্মসাধনস্যৈব ভক্তিশব্দস্য প্রিয়াদিপাঠাৎ ভবানীভক্তিরিত্যাদৌ কর্মসাধনত্বাৎ পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ, দৃঢ়ভক্তিরিত্যাদৌ ভাবসাধনত্বাৎ পুংবদ্ভাবসিদ্ধিঃ পূর্বপদস্যেত্যাহ।(ঐ)

১৫. পূর্বমেঘ. শ্লোক.২৪

১৬.কতিপয়ানি দিনানি কতিপয়দিনানি (কর্মধারয়) । কতিপয়দিনস্থায়িনঃ হংসা যেষু তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঃ।

১৭.'পোটাযুবতিস্তোককতিপয়'- ইত্যাদিনা কতিপয়শব্দস্য উত্তরপদত্বেঽপি ন তচ্ছব্দস্যোত্তরত্বমস্ত্যস্য শাস্ত্রস্য প্রায়িকত্বাৎ ।

১৮.পূর্বমেঘ,শ্লোক-৬

১৯.পা.৩.২.১০২

২০.পা.৩.২.১৮৮

২১.পা.২.৩.৬৭

২২.পা.২.২.১২

২৩.ভুবনেষু বিদিতে ভুবনবিদিতে, 'নিষ্ঠা'ইতি ভূতার্থে ক্তঃ।'মতিবুদ্ধি-'ইত্যাদিনা বর্তমানার্থত্বে তু 'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি ভুবনশব্দস্য ষষ্ঠ্যন্ততানিয়মাৎ সমাসো ন স্যাৎ,'ক্তেন চ পূজায়াম্' ইতি নিষেধাৎ।(পূ.মেঘ.৬,সঞ্জীবিনী)

২৪.পূর্বমেঘ.শ্লোক-২৬

২৫.পা.৭.৩.৩৪

২৬.মল্লিনাথ বিশ্রাম শব্দের সমর্থনে চান্দ্রব্যাকরণের 'বিশ্রামো বা' সূত্রের উল্লেখ করেছেন । প্রকৃতপক্ষে এটি জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের সূত্র । অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা. মেঘদূত ও সৌদামিনী) তাঁর প্রকাশ টীকায় এবিষয়টি উল্লেখ করেছেন । পৃ.১৬৩

২৭.নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ ইতি পাণিনীয়ে বৃদ্ধিপ্রতিষেধেঽপি বিশ্রামো বেতি চন্দ্রব্যাকরণে বিকল্পেন বৃদ্ধিবিধানাৎ রূপসিদ্ধিঃ।

২৮.বিশ্রামহেতোঃ, 'নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ'(৭.৩.৩৪) ইতি প্রতিষেধাৎ বিশ্রমহেতোরিতি বক্তব্যম্। বিশ্রামহেতোরিত্যস্য রূপসিদ্ধিশ্চান্দ্রব্যাকরণেনেত্যনুসন্ধেয়ম্ ।

২৯. ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মেঘদূত ও সৌদামনী', গ্রন্থে 'প্রকাশ' টীকায় এরূপ ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে । পৃ.১৬৩

৩০.রঘুবংশম্ মঙ্গলাচরণ শ্লোক. ৯

সহায়ক গ্রন্থসূচী

অষ্টাধ্যায়ী – পাণিনি বিরচিত, তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ,সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ,২০১২ ।

অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠঃ – সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২।

খাটুয়া, কার্তিকচন্দ্র – মল্লিনাথসমীক্ষা , সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩ ।

চক্রবর্তী , সত্যনারায়ণ – পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পুণর্মুদ্রণ, ২০১৩ ।

বন্দ্যোপাধ্যায়,সত্যবতী – মল্লিনাথের ব্যাকরণপ্রতিভা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ,২০০৮ ।

ব্যাকরণ মহাভাষ্য- পতঞ্জলি প্রণীত, চারুদেব শাস্ত্রী সম্পাদিত, মতিলাল বেনারসীদাস, দিল্লী, পুণর্মুদ্রিত, ২০০২।

বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী (কারক প্রকরণ)-সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য নিকেতন ,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১ ।

বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী (সমাস প্রকরণ)-সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য নিকেতন ,কলকাতা ১৯৭২ ।

বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী (সমাসপ্রকরণনম) - শ্রীবিশ্বরঞ্জন বেদব্যাকরণতীর্থ সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬ ।

বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী- বাসুদেব দীক্ষিত প্রণীত বালমনোরমা, জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত তত্ত্ববোধিনী সহ,

গিরিধর শর্মা এবং পরমেশ্বর শর্মা সম্পাদিত, চার খণ্ডে প্রকাশিত, মোতীলাল
বনারসীদাস, দিল্লী, পুণর্মুদ্রিত, প্রথম ভাগ ১৯৭৭, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৯৭, তৃতীয় ভাগ ১৯৭৭, চতুর্থ ভাগ ১৯৭৯ ।
রঘুবংশ মহাকাব্য(সম্পূর্ণ)- কালিদাস বিরচিত, ধারাদত্ত মিশ্র কৃত সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং হিন্দী অনুবাদ, শ্রী জনার্দন পাণ্ডেয় কৃত উপোৎঘাত সহিত, মোতিলাল বনারসীদাস, দিল্লী, তৃতীয় পুণর্মুদ্রণ,২০১৪ ।
লঘুসিদ্ধান্ত কৌমুদী –বরদরাজ বিরচিত, তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ,২০১০ ।
সিদ্ধান্ত কৌমুদী – ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত, বিনোদলাল সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত ,তিন খণ্ডে প্রকাশিত, সদেশ,কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ,২০০৫।